যুগান্তর

28 JAN 2003
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

শিক্ষা কমিশন গঠিত : ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাবিদ ও কর্মকর্তা সমন্বয়ে ২৪ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান মিঞাকে। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন– শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আলী মুর্তাজা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এমএ হাদী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এম শমশের আলী, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকী, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. বজলুল মবিন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক আজিজ আহমেদ চৌধুরী, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক আবদুর রফিক, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি এবং মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক পরিচালক প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা, ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ, তলাসটিকার অধ্যক্ষ ইয়াসমিন মোর্শেদ, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক যুগ্ম-প্রধান সালমা খান, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সবদার আলী, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ আবদুল ওয়াহাব শিক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন। কমিশন কর্ম পরিধি অনুযায়ী অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করবে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে সুপারিশ ও কর্মসূচির রূপরেখাসহ চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করবে। তথ্য বিবরণী।